এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে করণীয়

প্রকৃতির রুক্ষতা জানান দিচ্ছে গ্রীষ্ম আমাদের দোর প্রান্তে। কৃষক ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিরামহীন ভাবে চলছে আমাদের কৃষি ভুবন।

গমঃ এখনই সময় গম বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের। এ সময় সঠিকভাবে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে, না হলে সময়মতো ভাল বীজ পাওয়া যাবে না। নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত কৌশল অবলম্বন করে কিভাবে বীজ সংগ্রহ করা যায় সে সম্পর্কে বলছি কিছু কথা। প্রথমেই জমির যে অংশে ভাল ও পাকা গম দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে বীজ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

চাটাই অথবা ত্রিপলের উপর বীজ গম মাড়াইয়ের প্রতি যত্ন নিন। শক্তি চালিত যন্ত্রের সাহায্যে গম বীজ সংরক্ষণ করুন। এই যন্ত্রটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। গম মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ৭/৮ মণ গম মাড়াই করা যায়। এতে বীজ গম ২-৩ বার রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে রাখতে হবে। বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে ১.৭৫-২.৫০ মি.মি. ছিদ্র বিশিষ্ট চালনিতে বাছাই করে নিতে হবে।

গমের বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা গম বীজের সংরক্ষণের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। ভাল ও সুস্থ বীজ বপনের পর চারার সংখ্যা ঠিক থাকে এবং ফলনও বেশি পাওয়া যায়। ফসল শুকানোর পর দাঁতের নিচে চাপ দিলে 'কট' শব্দ হলে বুঝতে হবে বীজ ভালভাবে শুকিয়েছে। গরম বীজ ঠান্ডা করে অতঃপর পাত্রে বীজ ঢুকাতে হবে।

ভুট্টাঃ বর্তমানে ভুট্টা চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, চাষের সম্প্রসারণ ও ব্যবহার ক্রমবর্ধমান খাদ্য, গো-খাদ্য, হাঁস-মুরগির খাবার ও জ্বালানির চাহিদা মেটাতে এবং নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ধান ও গমের পর ভুট্টা তৃতীয় দানাদার ফসল হিসেবে গণ্য। এ পর্যায়ে আবাদকৃত ভুট্টা মাড়াই সম্পর্কিত কিছু বিষয় জেনে নেয়া যাক। ক্ষেতের ১২ আনা গাছের পাতা কিছুটা হলদে হলে ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যেতে পারে। মোচার নিচে গাছের কান্ড আলতোভাবে ভেঙ্গে মোচাসহ মাটির দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। মোচা হতে দু'একটি দানা ছাড়িয়ে দানার মুখে কালো দাগ দেখা দিলে বুঝতে হবে মোচা সংগ্রহ করা যাবে। ক্ষেত হতে সংগ্রহের পর মোচা বাড়িতে এনে ঠান্ডা, শুকনো ও ছায়ায় চাটাইয়ের উপর ছড়িয়ে রাখতে হবে। মোচা হতে দানা হাত দিয়ে, হস্তচালিত মাড়াই যন্ত্র অথবা মেশিনে ছাড়াতে হবে। অতঃপর ভুট্টার দানা রোদে ভালভাবে শুকিয়ে গোলাজাত করতে হবে। ভুট্টার দানা দাঁত দিয়ে চাপ দিলে 'কট' শব্দ হলে বুঝতে হবে দানা সংরক্ষণের সময় হয়েছে। এরপর সংগ্রহ করে ঘরের মেঝেতে চাটাইয়ের উপর ৮-১০ ঘণ্টা রেখে ঠান্ডা করে বাঁশ বা কাঠের পাটাতনের উপর ড্রাম/বস্তায় সংরক্ষণ করতে হবে।

সবজি পরিচর্যাঃ খরিফ মৌসুমের শাক-সবজি লাগানোর জন্য এখনই জমি তৈরি করে নিতে হবে। এ সময়ের উৎপাদিত সবজিগুলোর মধ্যে আছে মিষ্টি কুমড়া, পটল, কাকরোল, করলা, বরবটি, ঢেঁড়স, গিমা কলমি, ডাঁটা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, পুঁইশাক, শশা, চালকুমড়া, বেগুন ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোসহ অন্যান্য মৌসুমী শাক সবজি।

এ সময় শাক-সবজির প্রতি যত্ন নিতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের সবজিগুলো চাষ করলে বেশি ফলন পেতে পারেন। পুষ্টি সমস্যারও সমাধান হতে পারে। সবজিগুলো চাষে সকলের এগিয়ে আসতে হবে। উদ্ভাবিত জাতগুলো হচ্ছে বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বেগুন-২ (তারাপুরী), বারি বেগুন-৪ (কাজলা), বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা), বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-৯, বারি ঢেঁড়স-১, বারি গিমা কলমি-১ ইত্যাদি। গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষের জন্য সেচের নিস্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটি ভালভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। ফসলভেদে নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। চারাকে রোগ থেকে রক্ষার জন্য চারা রোপণের পর ৩/৪ দিন পর্যন্ত ছায়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব হলে সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। ছিটিয়ে শাক-সবজির বীজ বুনে থাকলে অতিরিক্ত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত চারা তুলে ফেলতে হবে। কুমড়া জাতীয় সবজির হস্ত-পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিটল পোকা দেখা দিলে সকাল-বিকাল হাত দিয়ে মেরে ফেলতে হবে।

গাছ লাগানঃ

এ মৌসুম গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। এ সময় বিভিন্ন ফলের চারা এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ফলদ গাছগুলো হচ্ছে:

বারি আম-৮: বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বহুভ্রুণী নাবী জাত। এটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলধারী জাত।

বারি আম-৯ (কাঁচা-মিঠা): প্রতি বছর ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত।নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১১ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। মাঘ মাসে গাছে মুকুল আসে এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগে কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপযোগী হয়।

বারি লিচু-২: উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে চাষাবাদযোগ্য। পূর্ণ বয়স্ক প্রতি গাছে ২৩০০-২৭০০টি ফল ধরে।

বারি লিচু-৩: এ জাতটি বসত বাড়ির বাগানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রতি গাছে ১৬০০-২০০০টি ফল ধরে।

বারি লিচু-৪: এটি একটি মাঝ মৌসুমী জাত। ইহা একটি উচ্চ ফলনশীল উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত।

বারি পেঁপে-১: জাতটি দেশের সর্বত্রই চাষোপযোগী। সারা বছর ফল দেয়। প্রতি গাছে ৬০ টি ফল পাওয়া যায়।